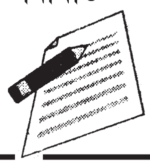

27

প্রতিবেদন রচনা

27.1 প্রস্তাবনা

বাংলা সাহিত্যের কিছু কিছু কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক ইত্যাদি আপনারা পড়লেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের রূপরেখাও জানতে পারলেন। বাংলা ভাষার শব্দ পরিচয় ও বাক্যগঠন পদ্ধতি আপনারা জেনেছেন। বাংলা লেখার সাধু ও চলিত রীতির পরিচয়ও আপনারা পেয়েছেন। সাহিত্যিক গদ্যের পাশাপাশি কাজের গদ্যের নমুনাও এবার আপনারা দেখবেন। বিভিন্ন সময়ে নানা ঘটনা, পরিস্থিতি ও সমস্যা ইত্যাদি জানা ও সাধারণকে জানানোর জন্য প্রতিবেদন রচনার প্রয়োজন হয়। এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

27.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়লে আপনি:

- প্রতিবেদন কাকে বলে তা বুঝতে পারবেন।
- প্রতিবেদন লেখার প্রয়োজনীয়তা জানতে পারবেন।
- প্রতিবেদনের কার্যকারিতা উপলব্ধি করতে পারবেন।
- বিভিন্ন ব্যাপারে প্রতিবেদন লিখতে শিখবেন ও প্রয়োজনে তা কাজে লাগাতে পারবেন।

27.3 বিষয়ের রূপরেখা

27.3.1 প্রতিবেদন কাকে বলে

দেশে বিদেশে বা এলাকায় প্রতিনিয়ত নানা ঘটনা ঘটে চলেছে, নানা পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে, নানা সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এই সব বিষয় জানবার জন্য মানুষ উৎসুক থাকে। তা জানাবার জন্য লিখতে হয় রিপোর্ট বা প্রতিবেদন। প্রতিবেদন নানা প্রকারের হতে পারে। সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য যেমন প্রতিবেদন রচনা করা হয় তেমনি শ্রাব্য মাধ্যম বা রেডিও-তে শোনার জন্য প্রতিবেদন রচনা করা হয়, তাৎক্ষণিকভাবে শুনেই যাতে বোঝা যায় এমনভাবে তা রচিত হয়। আবার দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম বা টেলিভিশনে শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনা বা পরিস্থিতির জীবন্ত চিত্র ফুটে ওঠে। ফলে সে প্রতিবেদনে পরিস্থিতির দীর্ঘ বর্ণনার প্রয়োজন হয় না।

পাঠগত প্রশ্ন : 27.1

1. প্রতিবেদন কেন লেখা হয়— একটি বাক্যে লিখুন।
2. কোন্ কোন্ মাধ্যমের জন্য প্রতিবেদন রচনা করা হয়?

27.3.2 প্রতিবেদনের উপযোগিতা

বর্তমানে প্রতিবেদনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে গণ্য করা হয়। তা সমাজ ও জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করে। প্রতিবেদক একটি সমিতিই হোক কিংবা জনৈক ব্যক্তিই হোন তাঁরা বিষয়টির জানা-অজানা সকল তথ্যই খুঁজে বের করেন। বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করে ঘটনা বা সমস্যার বিভিন্ন দিক উদ্ঘাটিত করেন। এই সকল তথ্য, সাক্ষাৎকার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে ঘটনা বা পরিস্থিতি বা সমস্যার উৎস, মূল কারণ ইত্যাদিতে উপনীত হন। বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট পক্ষের ভুলত্রুটি নির্দেশ করেন। এই সব বিচার বিবেচনা করে বিভিন্ন প্রস্তাব বা সুপারিশ তাঁরা পেশ করেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা থেকে তাঁদের কর্তব্যের দিক্ নির্দেশ লাভ করেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 27.2

1. সঠিক উত্তরে টিক দিন—
   (ক) প্রতিবেদন রচনার বিশেষ গুরুত্ব নেই। (হ্যাঁ / না)
   (খ) প্রতিবেদন রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন। (হ্যাঁ / না)
   (গ) প্রতিবেদন রচনার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রয়োজন নেই। (হ্যাঁ / না)
   (ঘ) প্রতিবেদনে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্দেশ করা হয়। (হ্যাঁ / না)
2. প্রতিবেদন কাকে বলে?
3. প্রতিবেদন রচনা করে কে?

27.3.3 প্রতিবেদনের প্রধান প্রধান দিক

(ক) কোনো ঘটনা, দুর্ঘটনা, জ্বলন্ত সমস্যা, অস্বাভাবিক পরিস্থিতি, বিতর্কিত বিষয়, নিয়মনীতি বহির্ভূত কাজই হচ্ছে প্রতিবেদনের বিষয়।

(খ) ঘটনা বা পরিস্থিতির যাবতীয় দিক খতিয়ে দেখা, এবং তার উৎস খুঁজে বের করার জন্য সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একজন ব্যক্তি বা একটি সমিতিকে প্রতিবেদন রচনার ভার দেওয়া হয়।

(গ) পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাবতীয় খোঁজখবরের ভিত্তিতে তৈরি প্রতিবেদনে সমস্যার গভীরে যাওয়া ও তার জটিল গ্রন্থি মোচন করা সম্ভব হয়।

(ঘ) প্রতিবেদনকে প্রামাণ্য দলিলে পরিণত করার জন্য সকল সংশ্লিষ্ট তথ্য ও সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা প্রয়োজন।

শব্দার্থ ও টীকা

(ঙ) ধীর স্থির পক্ষপাতহীন বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রতিবেদকরা যে সব সিদ্ধান্তে আসেন, তা তাঁদের প্রস্তাব বা সুপারিশের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়।

(চ) কোনো কোনো সময় সাময়িক বিষয়ের উপর প্রতিবেদন তৈরি করতে হয়। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তা না করতে পারলে তার প্রাসঙ্গিকতা নষ্ট হয়।

27.3.4 প্রতিবেদন রচনার পদ্ধতি

প্রতিবেদন রচনার জন্য বিষয় অনুযায়ী একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তৈরি করে তা ধাপে ধাপে কার্যকর করতে হবে।

(ক) প্রতিবেদন রচনায় প্রথম যে কথা মনে রাখতে হবে তা হল, বিষয়ের গভীরে প্রবেশের সময় সর্বদা মূল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা।

(খ) উদ্দেশ্য অনুযায়ী কর্মপ্রক্রিয়ার একটি রূপরেখা আগেই তৈরি করে নেওয়া।

(গ) প্রতিবেদনের সঙ্গে সম্পর্কিত ছবি, ম্যাপ, রেখাচিত্র, পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে নেওয়া।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট সব মানুষকে আহ্বান করে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের বক্তব্য জানা, বিভিন্ন পক্ষের মতামত গ্রহণ করা।

(ঙ) এইভাবে যে সব তথ্য, প্রমাণ, পরিসংখ্যান মিলবে সেগুলি বিশ্লেষণ করে সারণি প্রস্তুত করা।

(চ) সমস্ত কিছু বিচার বিশ্লেষণের পর যে সব সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হবে এবং যে সব প্রস্তাব বা সুপারিশ করা হবে তার একটি খসড়া প্রস্তুত করা।

(ছ) সব শেষে যে প্রতিবেদন তৈরি হবে তার সঙ্গে যাবতীয় সাক্ষ্য, ইত্যাদির কাগজপত্র, ছবি, পরিসংখ্যান, তথ্য যুক্ত করে সকল সদস্যের স্বাক্ষর সহ পেশ করা।

পাঠগত প্রশ্ন : 27.3

শূন্যস্থান পূর্ণ করুন—

(১) প্রতিবেদনে সমস্যার __________ পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়।

(২) প্রতিবেদনকে প্রামাণ্য দলিলে পরিণত করতে প্রয়োজন সাক্ষ্য এবং __________।

(৩) প্রতিবেদনকে নিরপেক্ষ করার জন্য __________ মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(৪) প্রতিবেদনের ভাষা __________ ও __________ হওয়া চাই।

(৫) প্রতিবেদনে যে সব সুপারিশ বা প্রস্তাব দেওয়া হবে চূড়ান্ত করার আগে তার একটি __________ করা চাই।

27.3.4 প্রতিবেদনের নমুনা

আন্ত্রিক রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে প্রতিবেদন

সম্প্রতি বীরভদ্র জেলার নক্সিপুর মহকুমার অঞ্জনগড় পৌরসভার ৩টি ওয়ার্ডে আন্ত্রিক রোগাক্রান্ত হয়ে শতাধিক পুরুষ, মহিলা ও শিশুর মৃত্যু ঘটায় রাজ্য সরকার ১৪/১২/০৮ তারিখে একটি তদন্ত কমিটি গঠন

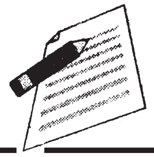

শব্দার্থ ও টীকা

করেন। ছয় সদস্য বিশিষ্ট এই তদন্ত কমিটিতে জনস্বাস্থ্য দপ্তর, নগরোন্নয়ন দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট পৌরসভার দুজন করে প্রতিনিধি ছিলেন। জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক এই কমিটির সদস্য-সচিব হন। ৬ সপ্তাহের মধ্যে তাঁদের প্রতিবেদন পেশ করতে বলা হয়। কমিটির বিচার্য বিষয় —

১) কী কী কারণে এই রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল এবং এত মানুষের মৃত্যু ঘটল তা খতিয়ে দেখা।

২) কোনো কর্তৃপক্ষের ত্রুটি-বিচ্যুতি গাফিলতি ঘটেছে কি না তা নির্দেশ করা।

৩) ভবিষ্যতে যাতে এমন মহামারির পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার তার সুপারিশ করা।

গত ১৪/০২/০৯ তারিখে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন রাজ্য সরকারের নিকট পেশ করা হয়।

পেশ করা প্রতিবেদন :

তদন্ত কমিটি এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করে, বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে, বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিয়ে জনশুনানি গ্রহণ করে, মৃত ব্যক্তিসমূহের পরিবারগুলির সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে ও কথা বলে এই প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন।

আক্রান্ত অঞ্চল —

৫ নং ওয়ার্ডের ৩টি কাঁচা বস্তি।

১৪ নং ওয়ার্ডের ময়লা খালের সংলগ্ন ৬৫টি ঝুপড়ি।

১৭ নং ওয়ার্ডের রেললাইনের পার্শ্ববর্তী কলোনি

(এ সম্পর্কিত বিস্তৃত তথ্য, মৃতদের নাম ধাম ইত্যাদি পরিশিষ্টে সংযোজিত হল।)

এলাকার আর্থসামাজিক অবস্থা :

এলাকাগুলিতে অত্যন্ত দরিদ্র মানুষের বাস। পুরুষদের একাংশ ছোটো ছোটো কারখানায় সামান্য মজুরিতে অনিয়মিতভাবে কাজ করেন। যা রোজগার করেন তাতে পরিবারের ৫ থেকে ৭ জনের দুবেলা ভাত বা রুটির সংস্থান হয় না। এলাকার অধিকাংশ অসংগঠিত শ্রমিক। তাঁরা রিক্সা বা ঠেলা চালান, মোট বহন করেন কিংবা রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করেন।

মহিলাদের অনেকে সম্পন্ন ব্যক্তিদের বাড়িতে বাসন মাজা, ঘর পরিষ্কার করা, কাপড় কাচা ইত্যাদি কাজ করে কিছু রোজগার করেন। বৃদ্ধ ও শিশুদের একাংশ আবর্জনাকুণ্ড থেকে কাগজ, প্লাস্টিক ইত্যাদি সংগ্রহ করে সামান্য কিছু উপার্জন করেন।

বাসস্থান ও পরিবেশগত সমস্যা :

এদের বাসস্থানগুলি পরস্পর সংলগ্ন, মেঝে ও দেওয়াল মাটির, মাথায় খাপরা বা টালির চাল। খোলা জায়গা বলতে বিশেষ কিছু নেই, ঘরে আলো-বাতাস বিশেষ প্রবেশ করে না। এক একটি অপ্রশস্ত ঘরে পুরো পরিবার বাস করে। এক চিলতে জায়গায় কাঠকুটো, পোড়া কয়লা জ্বালিয়ে রান্না হয়। কোনো কোনো বারান্দায় ছাগল মুরগিও পোষা হয়।

১৫/২০টি পরিবার পিছু এক একটি সাধারণ শৌচাগার। শিশুরা নালা-নর্দমাতে মলত্যাগ করে। পয়প্রণালী অধিকাংশ কাঁচা, পাকাগুলিও খোলা। সেখানে সারা বছরই ময়লা জল জমে থাকে, মশা মাছি ভনভন করে। সাধারণ স্নানাগারে বাসন-মাজা, কাপড়-কাচা, স্নান সবই হয়। পরিশ্রুত পানীয় জল অপ্রতুল। আবর্জনা, বর্জ্য পদার্থ অপসারণের নিয়মিত ব্যবস্থা নেই। ফলে তা জমে থাকে।

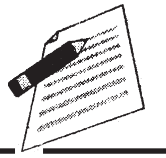

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার অবস্থা :

এলাকার অধিকাংশ শিশু অপুষ্টিতে আক্রান্ত। রোগে ডাক্তার দেখানো ও ঔষধ কেনার সামর্থ্য অনেকেরই নেই। উদ্যোগ ও সচেতনতার অভাবও রয়েছে। গুরুতর ব্যাধিতে লোকে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যায়। কিন্তু সেখানে রোগীর তুলনায় ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা খুব কম। স্বাস্থ্যকর্মীদের গৃহে গৃহে পরিদর্শনও অনিয়মিত। স্বাস্থ্যবিধি পালনের সময় ও সামর্থ্যেরও অভাব রয়েছে।

রোগ বিস্তার ও মৃত্যুর কারণসমূহ :

উপরে বর্ণিত অবস্থাই আন্ত্রিক মহামারির মূল কারণ। প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি না মানার ফলে রোগ বিস্তার লাভ করেছে। অপুষ্টির জন্য একের পর এক শিশু দ্রুত রোগাক্রান্ত হয়েছে এবং তাদের মৃত্যু ঘটেছে। মৃতদের তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়েছে। পৌর কর্তৃপক্ষ এলাকাকে দূষণমুক্ত রাখার জন্য আবর্জনা সরানো, বন্ধ জল অপসারণ, ড্রেন পরিষ্কার বা ব্লিচিং ছড়ানো ইত্যাদি কাজকে আপৎকালীন ভিত্তিতে গ্রহণ করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য ও পরিসংখ্যান পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

প্রস্তাব বা সুপারিশ সমূহ :

সমস্ত অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে কমিটি মনে করে যে —

(1) স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে অবিলম্বে আরও শক্তিশালী করার জন্য পরিকাঠামো উন্নত করা, স্থায়ী অস্থায়ী শয্যার সংখ্যা বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত ঔষধের ব্যবস্থা, ডাক্তার নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হোক।

(2) স্বাস্থ্য সেবিকারা যাতে সপ্তাহে অন্তত একবার করে সমস্ত পরিবার পরিদর্শন করেন এবং সাধারণ রোগ প্রতিরোধমূলক ঔষধ বিতরণ, রোগ দেখা দেওয়ার শুরুতে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং প্রয়োজনে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি কাজে তৎপর হন সেদিকে নজর দেওয়া হোক।

(3) জনস্বাস্থ্য আধিকারিক যাতে প্রতিনিয়ত সমস্ত অঞ্চলের রোগ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হন সেদিকে নজরদারির ব্যবস্থা হোক।

(4) ৩/৪টি পরিবারপিছু একটি করে স্যানিটারি পায়খানা সরকারি ব্যয়ে নির্মাণ করে দেওয়া হোক।

(5) নলকূপের সংখ্যা দ্বিগুণ করা, পাকা ও ঢাকা নর্দমা নির্মাণ করা, নিয়মিত বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করার জন্য পৌরসভা উদ্যোগী হোন।

(6) শিশুদের ও গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ পুষ্টি প্রকল্প গ্রহণ করা হোক।

(7) অবিলম্বে বাসস্থানের সংলগ্ন অঞ্চলে শূকর, ছাগল, মুরগি পোষা নিষিদ্ধ করা হোক।

(8) বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পে বহুতল পাকা বাড়ির ব্যবস্থা করা হোক।

(9) বস্তিবাসীদের আর্থ-সামাজিক-উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। যেমন —

(ক) রিক্সা, সেলাই কল, ছোটোখাটো মেশিন বিনামূলে বিতরণ

(খ) বিনা সুদে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ এবং অনুদানের ব্যবস্থা

(গ) সমবায় ভিত্তিতে ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠা।

পরিশিষ্ট :

(1) বিভিন্ন তথ্যাবলি, চিত্র, পরিসংখ্যান ইত্যাদি।

শব্দার্থ ও টীকা

(2) বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত স্মারকলিপিসমূহ।

(3) বিভিন্ন ব্যক্তির জবানবন্দি।

(4) এলাকার বিশিষ্টজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

(1) সদস্য সচিব	**(2)** সদস্য	**(3)** সদস্য
________	________	________
স্বাক্ষর	স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
(4) সদস্য	**(5)** সদস্য	**(6)** সদস্য
________	________	________
স্বাক্ষর	স্বাক্ষর	স্বাক্ষর

এতক্ষণ আপনারা যে প্রতিবেদনটি পড়লেন সেটি একটি সমিতি কর্তৃক রচিত। এর থেকে আপনারা প্রতিবেদনের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, তা রচনার পদ্ধতি অনুধাবন করতে পারলেন। এবার জনৈক ব্যক্তির দ্বারা রচিত একটি প্রতিবেদনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা হচ্ছে।

মহামায়া কলোনিতে অগ্নিকাণ্ড

গত ১২ জানুয়ারি পূর্বরেলের বিদ্যানগর স্টেশনের পার্শ্ববর্তী মহামায়া কলোনি নামক বস্তিতে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৪৫০টি ঝুপড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। একজন জীবন্ত দগ্ধ হয়েছেন। আশ্রয় হারিয়েছেন অন্তত দু'হাজার মানুষ। তাদের জামাকাপড়, বিছানাপত্র, বাসনকোসন, সংসারের যাবতীয় আসবাব তৈজসপত্র, যৎসামান্য গহনাগাটি, টাকাপয়সা ইত্যাদি সর্বস্ব সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। ঘরবাড়ির চিহ্নমাত্র নেই।

ঘটনার পরপরই ওই অঞ্চলে গিয়ে দেখা গেল কয়েক সহস্র মানুষ চারনম্বর রেললাইনের উপর অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। কোনো কোনো মহিলা অবিরাম কান্নাকাটি করছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে জানা যায় — দুপুরে যখন বাড়িতে বাড়িতে রান্না চলছিল তখন একটি বাড়িতে হঠাৎ আগুন ধরে যায়। তারপর একের পর এক বাড়িতে আগুন লাগে। পৌষমাসের শুকনো উত্তুরে হাওয়ায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মাঝে মাঝে একের পর এক গ্যাসের সিলিণ্ডার ফাটতে থাকায় আগুন ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। দাহ্য পদার্থ— বাঁশ, কাঠ, প্লাস্টিক ইত্যাদি— দ্রুত জ্বলে ওঠে।

দমকলের তিনটি ইঞ্জিন কিছুক্ষণের মধ্যে এসে অগ্নিনির্বাপণের কাজ শুরু করে। কিন্তু কিছু দুষ্কৃতী দেরিতে আসার অজুহাত তুলে ইঁট-পাটকেল ছুঁড়ে তাদের কাজে বিঘ্ন ঘটায়। আগুনকে আয়ত্তে আনার যথাসাধ্য চেষ্টা দমকল করতে থাকে। কিন্তু একদিকের আগুন নিভতে না নিভতে অন্যদিকে জ্বলে ওঠে। অবশেষে শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে আরও ২১টি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভায়। কিন্তু কলোনি ও সংলগ্ন বাজারটি পুরো ভস্মীভূত হয়ে যায়। তবে সংলগ্ন অঞ্চলের কয়েকশত বাড়ি ও হরিশচন্দ্র মার্কেটটি আগুনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

আগুন লাগার কারণ এখনও নির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। কেউ কেউ মনে করে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছিল। বিষয়টি তদন্ত করার জন্য পুলিশ ও দমকল বাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি রাজ্যসরকার গঠন করেছেন। সাত দিনের মধ্যে তাদের রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যে

ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ভস্মস্তূপ থেকে নমুনা সংগ্রহের কাজ শুরু করেছেন।

সর্বস্বহারা গৃহহীন পরিবারগুলিকে আপাতত অস্থায়ীভাবে ডাক ও তার বিভাগের আবাসনের সামনের মাঠে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। সরকার ও পুরসংস্থার তরফ থেকে তাদের পলিথিনের তাঁবু, রান্না করা খাবার, শীতবস্ত্র, কম্বল ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষা সামনে, ছাত্রছাত্রীদের বই খাতাপত্র পুড়ে গিয়েছে। ছাত্র সংগঠন নতুন বই খাতা কিনে দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

পুড়ে যাওয়া জায়গায় নতুন করে বাড়ি তৈরি করে দেবার জন্য রাজ্য সরকারের নগরোন্নয়ন বিভাগ উদ্যোগী হয়েছে।

বিশ্লেষণ :

এতক্ষণ আপনারা প্রতিবেদনের দুটি দৃষ্টান্ত পাঠ করলেন। দৃষ্টান্তদুটি ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখবেন —

প্রথমটি প্রণয়ন করেছে একটি সমিতি। এই সমিতির ছয়জন সদস্য। একজন সদস্য-সচিব, আর পাঁচজন সাধারণ সদস্য। এঁরা সকলে মিলে ঘটনাস্থলে গিয়েছেন, সমস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করেছেন, বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন, বিভিন্নভাবে মতামত গ্রহণ করেছেন। সমস্ত কিছু বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছেন। প্রতিবেদনের সঙ্গে সমস্ত তথ্য, বিবরণ, মূল দলিল ইত্যাদি যুক্ত করেছেন। প্রতিবেদনে সকল সদস্য স্বাক্ষর করেছেন।

দ্বিতীয় প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছেন এক ব্যক্তি। এটি একটি অগ্নিকাণ্ডের প্রতিবেদন। প্রতিবেদক ঘটনাস্থলে সশরীরে উপস্থিত হয়েছেন। আগুনের বিস্তৃতি ও ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছেন। ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা তুলে ধরেছেন। ক্ষতিগ্রস্তদের অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন, অগ্নিনির্বাপণ ও তার সমস্যার কথা বলেছেন। পরবর্তী অবস্থা ও ব্যবস্থার কথাও জানিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে সমস্ত পরিস্থিতিটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই প্রতিবেদন দুটিতে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা সাহিত্যিক ভাষা নয়, এটি কাজের ভাষা।

27.4 আপনি যা শিখলেন

- আপনি শিখলেন, প্রতিবেদন কত রকমের হতে পারে
- প্রতিবেদন রচনার জন্য কী কী প্রস্তুতি নিতে হবে
- প্রতিবেদনকে নিরপেক্ষ করার জন্য কী কী করা প্রয়োজন
- প্রতিবেদনে প্রস্তাব বা সুপারিশ কী ভাবে লিখতে হয়
- সরকার নিয়োজিত সমিতির প্রতিবেদনে কাদের স্বাক্ষর থাকে

27.5 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. প্রতিবেদনকে নিরপেক্ষ করার জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার?
2. সমিতির প্রতিবেদন ও ব্যক্তিগত প্রতিবেদনের পার্থক্য কী?
3. প্রতিবেদন রচনার জন্য ঘটনাস্থলে যাওয়ার প্রয়োজন কী?

4. প্রতিবেদন রচনার জন্য কী কী সাক্ষ্য প্রমাণ প্রয়োজন?
5. কয়েকদিন ধরে প্রচণ্ড বর্ষণ হল, জল সরল না, এলাকা জলমগ্ন রইল। কারণ প্লাস্টিক জমা হয়ে নালা নর্দমার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্লাস্টিকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।
6. এই মরশুমে যেমন গরম তেমনি শীত প্রবল ও দীর্ঘস্থায়ী হল। এদিকে বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে কোপেনহেগেনে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলির সম্মেলন হয়ে গেল। এ সম্পর্কে সংবাদপত্রের জন্য একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।

27.6 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

27.1

1. ঘটনা, পরিস্থিতি, সমস্যার কথা জানানোর জন্য
2. সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন

27.2

1. (ক) না
   (খ) হ্যাঁ
   (গ) না
   (ঘ) হ্যাঁ
2. ঘটনা ইত্যাদির বিবরণ
3. সমিতি বা ব্যক্তি

27.3

(১) উৎসে
(২) তথ্য
(৩) সব পক্ষের
(৪) স্পষ্ট, সরল
(৫) খসড়া